দিল্লির ডায়েরি

৩০ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি.। সেদিন ছিল রবিবার। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর Better Training for Safer Food আয়োজিত ০৪ দিনের একটি অফিসিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রাম এ অংশগ্রহন করেছিলাম। venue ছিল দিল্লি। আমরা মৎস্য অধিদপ্তরের ০২ জন লেডি অফিসার ছিলাম । আর সাথে ছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর ১ জন ফরিদ ভাই এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০১ জন joint secretary মামুন স্যার ও ১ জন Deputy Secretary আরিফ স্যার এবং আরও ১ জন অফিসার। আমার জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় হলো দীর্ঘ ১১ বছর পর চাকরি জীবনে ১ম বিদেশ ভ্রমণ যদিও সেটা পার্শ্ববর্তী দেশ এবং সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। মনে হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আমার জন্য এটি একটি উপহার।

মাত্র চার দিনের ট্রেনিংয়ে আমি আরো সাত দিনের ছুটি বাড়িয়ে আলাদা একটি জিও জারি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। দিল্লির বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান আগ্রার তাজমহল, খাজা নাজিমুদ্দিন চিশতির মাজার দেখবো বলে এবং তার সাথে আরও ইচ্ছা ছিল আমার হাসব্যান্ড ট্রেনিং এর শেষ দিন আমার সাথে জয়েন করবে এবং আমরা একসাথে ঘুরবো। কিন্তু বিধিবাম আমার হাসবেন্ডের ভিসা শেষের দিকে, দিল্লি আসতে পারবে না। সেজন্য আমার ফিরতি টিকিট শুধুমাত্র দুই দিন বাড়িয়ে ৬তারিখ নিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম সালমা এবং আমি দুইদিন যতটুকু ঘুরে দেখা যায়। তারও ফিরতি টিকিট ছিল ৬ তারিখ।

অবশেষে দিল্লির উদ্দেশ্যে প্লেন টেক অফ করলো দুপুরে একটায়, আমি তখন কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে, মনে হচ্ছে সাদা মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। দীর্ঘ দুই ঘন্টা শেষে বিমান ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল। কি বিশাল এয়ারপোর্ট, এত বিশাল এয়ারপোর্টে যেন হাঁটতে কষ্ট না হয় সে জন্য পুরো এয়ারপোর্ট জুড়ে চলন্ত এক্স-কেলেটর। আমাদের Receive করা হয়েছিল BTSF এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি। BTSF logo সহ ব্যানার নিয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানানো হয়।

আমাদের জন্য গাড়ি রেডি করা ছিল। BTSF logo সহ গাড়িতে চড়ে আমরা আমাদের কাঙ্খিত ভেন্যু হোটেল লেমন ট্রি - হোটেল রেড ফক্সে চলে এলাম। জায়গাটা এয়ারপোর্ট এর খুব কাছে অ্যারো সিটিতে। আমাদের Training venue ছিল Lemon Tree। এবং থাকার জন্য ছিল হোটেল Hotel Redfox। সেখানে check in হয়। সবাই আলাদা রুম পেয়ে যাই। ৪ দিনের tight schedule প্রোগ্রাম, ঘুরতে যাওয়ার কোন অপশন ছিল না। আয়োজকরা কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা রাখেনি বলে মনটা একটু খারাপ হলো। সুতরাং ঐদিন পৌঁছেই মনে হলো যে কোথাও নিজেরাই বেরিয়ে আসা যায়। সুতরাং বিকেলে পৌঁছে সন্ধ্যের দিকে ফরিদ ভাই উদ্যোগটা নিল। ফরিদ ভাই যাবে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে। সেখানে ফরিদ ভাইয়ের সাথে আমি এবং সালমা সঙ্গী হলাম। সেখানে ফরিদ ভাইয়ের পরিচিত ট্যাক্সি ক্যাবে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু দিল্লিতে ও মাজারে গিয়ে যেটা দেখলাম সেটা অকল্পনীয় গান বাজনা সব চলছে, নামাজেরও একটি স্থান আছে, মাগরিবের নামাজ এবং দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে সবাই মিলে বের হলাম। পরের দিন সকাল থেকে ট্রেনিং শুরু হবে বিধায় রাতে একটু শপিংয়ে গেলাম সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য।

অবশেষে পরের দিনে ৩১ অক্টোবর আমাদের ট্রেনিং শুরু হল। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে বাংলাদেশ ছাড়াও ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল এবং ভুটানের প্রতিনিধি ছিল। আমরা সবাই পরিচিতি পর্ব শেষে সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করছিলাম। প্রশিক্ষকরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের ছিলেন। হোটেল লেমন ট্রি তে আমরা ব্রেকফাস্ট এবং ডিনার করতাম, হোটেল রেড ফক্স এ আমরা শুধু লাঞ্চ করতাম ।

উক্ত ট্রেনিংয়ে একটা জিনিস খুব উপলব্ধি করলাম সেটা হল ইন্ডিয়ানরা খুব জড়তাহীন ভাবে প্রশ্ন করে জর্জরিত করছেন, আমরাও করছি কিন্তু তাদের মত নয়। এটার কারণ হয়তো হতে পারে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, তাদের ভাষা জ্ঞান, ছোটবেলা থেকে তাদের তিনটি ভাষা আয়ত্ত করতে শেখায়। অন্য দেশে গেলে বোঝা যায় নিজের অবস্থান তখন মনে হয় আমরা পিছিয়ে আছি। বিশেষ করে কমিউনিকেশনে। টি ব্রেক এবং লাঞ্চে যখনি ফাঁক পেতাম, আমি চেষ্টা করতাম শ্রীলঙ্কান, নেপালি, মালদ্বীপ, ইন্ডিয়ান প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে কথা বলার জন্য। তাদের সাথে কমিউনিকেশন এবং বিভিন্ন বিষয় শেয়ার করার জন্য। এর মাঝে গ্রুপ

প্রেজেন্টেশন হলো। প্রত্যেকটা গ্রুপে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ছিল। আমাদের গ্রুপে সবাই মিলে আমাকেই প্রেজেন্টেশন করতে বলল। ভেতরে ভেতরে ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু তারপরও সাহস নিয়ে নিজের দেশের কথা চিন্তা করে উঠে দাঁড়ালাম। জয়েন্ট সেক্রেটারি মামুন স্যার বললেন যে যাক আমাদের দেশের পক্ষ থেকে অন্তত তুমি প্রেজেন্টেশন দিয়েছো, দেশের মান রক্ষা করেছ । চার দিনের টাইট সিডিউল শেষে ট্রেনিং শেষ হলো।

সালমা ৬ তারিখ ফেরার কথা কিন্তু সে ৪ তারিখে ফিরে গেল তার বাচ্চার কথা চিন্তা করে। পরেরদিন ৫ ই নভেম্বর মামুন স্যার এবং আরিফ স্যার বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। এবং ফরিদ ভাই ৫ তারিখ হায়দারাবাদে ডাক্তার দেখাতে যাবেন। আমি পড়লাম বিপাকে। কারণ আমাকে ৬ তারিখে ফিরে যেতে হবে এবং দুইদিন একা থাকতে হবে এবং হোটেল ছেড়ে দিতে হবে ৪ তারিখে। ইতিমধ্যে বিদেশ বিভূয়ে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে ইন্ডিয়ান পঙ্কজ ভাইয়ের সহায়তায় ৬ তারিখের জায়গায় ৫ তারিখে আমি ফেরত টিকিট ম্যানেজ করলাম, একটা রাতের জন্য ফরিদ ভাই তার রুম ছেড়ে দিলেন এবং তিনি আরেকজন কর্মকর্তার সাথে রুম শেয়ার করলেন। ফরিদ ভাই অত্যন্ত হেল্পফুল একজন। মানুষ বিদেশ গেলে বোঝা যায় কে কি রকম মানুষ।

এর মাঝে (৩ তারিখে) আমি ভাবছি ৪ তারিখ বিকেল থেকে ৫ তারিখ দুপুর পর্যন্ত এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় কোথায় দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখা যায়। কারণ ঘোরাঘুরি করার সঙ্গী নেই যা করতে হবে একা একা। কারণ মামুন স্যার, আরিফ স্যার কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত, এরা দিল্লি অনেকবার এসেছেন এবং তাদের কোন আগ্রহ নেই । সে সময় মনে হলো আইনুল মামাতো রামপাল সিং এর কথা বলেছিলেন একজন শিখ উবার ড্রাইভার তিনি। মামা বাংলাদেশে থাকতেই রামপাল সিং কে ফোন করে দিয়েছিলেন , "আমার ভাগ্নি দিল্লি যাচ্ছে তুমি তাকে তোমার মেয়ের মতো ভাববে এবং ঘুরে দেখাবে।" মামা হিন্দিতে কথাটি বলেছিলেন। মনে পড়তেই সাথে সাথে রামপাল সিং কে ফোন দিলাম এবং হিন্দি ইংলিশ মিশিয়ে বললাম। তিনি বললেন যে উনি আমাকে দিল্লী শহর ঘুরে দেখাবেন। ০৪ নভেম্বর দুপুরে রামপাল সিং তাঁর গাড়ি নিয়ে এলেন। আমি তাকে সম্ভাষণ জানালাম। আমি গাড়িতে উঠলাম।

প্রথমে তিনি আমাকে India Gate, President House, Qutub Minar, Lotus Temple ঘুরিয়ে দেখালেন। আমি কুতুব মিনার-এর খুব কাছে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। কুতুবউদ্দিন আইবেক এর কুতুব মিনার গায়ে আরবি হরফ লেখা মুসলিম সাম্রাজ্যের এক সময়ের অসাধারন নিদর্শন। তারপর তিনি আমাকে Lotus Temple-এ নিয়ে গেলেন। মাঝখানে পদ্ম পাতার বিশাল টেম্পল। রামপাল সিং এর একটা জিনিস খেয়াল করলাম তাদের মধ্যে দেশপ্রেম অত্যন্ত প্রবল। আমি যেন তাদের মার্কেট থেকে কিছু কিনি সেজন্য মার্কেটে নিয়ে গেলেন এবং আমার দেশের ডলার গুলো যেন তাদের দেশে আমি দিয়ে আসি সেজন্য তার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। মার্কেট থেকে আমরা রওনা দিলাম ইন্ডিয়া গেট, প্রেসিডেন্ট হাউজ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। রামপাল সিং আমার ছবি তুলে দিলেন। পুরো রাস্তা আমরা ইংরেজি হিন্দি মিক্স করা ভাষায় গল্প করলাম। শিখদের একটা বিশেষত্ব তারা পাগড়ী পড়া থাকে, পাগড়ির নিচে একটা ছোট চাকুও লুকানো থাকে। রামপাল আঙ্কেল আমাকে চাকুঁটি দেখালেন। আমি মনে মনে ভেতরে একটু ভয়ও পেয়েছিলাম।

যাই হোক মনে সাহস ও আল্লাহর নাম নিয়ে চলছিলাম। রাতের খাবার জন্য একটা হোটেলে নামলাম। শিখ ভদ্রলোক ভেজিটেরিয়ান। তিনি খেলেন পনিরের সবজি এবং রুটি ,আমিও খেলাম। খুব অন্যরকম স্বাদ লাগলো এবং আমি বিল দিয়ে দিলাম। তারপর তিনি আমাকে হোটেলে নামিয়ে পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন আমি যেন ব্যাগ এবং ব্যাগেজসহ সকালেই তার মটর কারে উঠে যাই। কারণ প্রথমে তিনি আমাকে আরো কিছু জায়গা ঘুরিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন।

পরের দিন সকালে ফরিদ ভাইকে তার রুম বুঝিয়ে দিয়ে ব্যাগ এবং ব্যাগেজ সহ রামপাল সিং এর মোটর কারে উঠে যাই। রামপাল সিং আঙ্কেলের মোবাইল থেকে হটস্পট এর মাধ্যমে ডাটা নিয়ে যোগাযোগ রাখছিলাম মামুন স্যার এবং আরিফ স্যারের সাথে। আমরা দুপুর তিনটায় একই ফ্লাইটে বাংলাদেশে ফিরব। এর মাঝে দ্রুত রামপাল সিং আঙ্কেল আমাকে সকালের নাস্তার জন্য এক হোটেলে দাঁড় করালেন, আমরা দিল্লির বিখ্যাত ছোলা ভাটুরা খেলাম। সকালের নাস্তা সেরে দ্রুত তিনি আমাকে দিল্লি জামে মসজিদ, লালকেল্লা এবং আগ মুহূর্তে একটা চাদরের দোকানে নিয়ে গেলেন। সকালের দিল্লি জামে মসজিদ খুব শান্তিপূর্ণ ছিল, কোন লোকসমাগম ছিল না, শান্ত স্নিগ্ধ সকালে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়লাম, ভীষণ ভালো লাগছিল খালি পায়ে মসজিদ চত্বরে হাঁটতে। রামপাল সিং বললেন জলদি মে চলো। আমরা লালকেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম যেটি রেডফোর্ড নামে পরিচিত। মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপত্য মুসলিম যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন লালকেল্লা। দেওয়ানি আম, বউ বাজারসহ অনেক চত্বর রয়েছে সেখানে।

প্রত্যেকটা চত্বরে অনেক বড় বড় স্ক্রিনে ইতিহাস গুলো দেখানো হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল ছোটবেলা যখন ইতিহাস পড়েছিলাম মনে হয় আমি সেখানেই ফিরে যাচ্ছি। ভীষণ ভালো লাগছিল।

সেদিন দিল্লির আবহাওয়া ছিল ধোঁয়াশা। মনে হচ্ছিল কুয়াশা আসলে সেগুলো ছিল দূষণ। লালকেল্লা হতে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে দ্রুত রওনা হওয়ার জন্য তার গাড়িতে উঠলাম। তিনি পথিমধ্যে কাশ্মীরি শালের দোকানে একরকম জোর করেই নামালেন ডলার রুপি যে তাদের দেশে রেখে যেতে হবে এটাই তার ইচ্ছে। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও দোকানে ঢুকলাম ৫০০০ রুপি খোয়ালাম। যে শালের দাম চেয়ে বসেছিল ২৫ হাজার রুপি।

অবশেষে রামপাল সিং ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছিয়ে দিলেন। উবার ভাড়া এসেছিল ১৫শ রুপি। আমার কাছে ৫০০ রুপি অবশিষ্ট ছিল। কিছু ডলার ছিল কিন্তু ডলার ভাঙ্গানোর মত সময় আর ছিল না। ফ্লাইট তিনটায় পৌঁছলাম দেড়টায়। সুতরাং আইনুল মামার সাথে কথা বলে ঠিক করে নিলাম যে তিনি রামপাল আঙ্কেলের কাছে ১০০০ রুপি পৌঁছিয়ে দিবেন এই বলে দেশপ্রেমিক রামপাল সিং এর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ৪ তারিখ বিকেল থেকে ৫ তারিখ দুপুর পর্যন্ত রামপাল সিং আমার গাইড হিসেবে ছিলেন। বিদেশ বিভূয়ে ঘোরাঘুরি করার সঙ্গী সাথী না পেলে এরকম একজন মানুষ আসলেই যথেষ্ট। তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

এয়ারপোর্টে চেক-ইন করার সময় JS ও DS Sir-এর সাথে দেখা হলো। তারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।আমি একা একা এতসব ঘুরে এসেছি শুনে খুব অবাক হয়ে বললেন আপনার তো ব্যাপক সাহস।আমি বলি, না স্যার আগ্রার তাজমহল টা তো দেখা হলো না। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল কেন যে ৬ তারিখের টিকিটটা ফেরত দিলাম! না হয় রামপাল সিং এর মোটর কারে তাজমহল ঘুরে আসতাম। আরেকটু সাহস করলে হয়তো আর একদিনের থাকার জায়গাটাও ম্যানেজ হয়ে যেত। তাজমহল দেখা হবে কিনা জানিনা তবে দিল্লি ট্যুর টা মনে থাকবে যে সঙ্গী সাথী ছাড়া কিভাবে ম্যানেজ করে এই কয়েকটা জায়গা দেখেছিলাম ভাগ্যিস মহান আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করেছিলেন রামপাল সিং আঙ্কেল কে পাঠিয়ে। অবশেষে নিরাপদে সন্ধ্যা ৬ টায় বাংলাদেশে পৌছালাম । মহান আল্লাহ পাকের কাছে আবারো শুকরিয়া জানালাম।

২৯/১১/২০১৫ রাত ১ টা

মারজিয়া সুলতানা
২০০১-০২ সেশন, ফিশারিজ ফ্যাকাল্টি, রেজিঃ নং-২৯১২৫

এবং সহকারী পরিচালক
কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা